চুড়ি

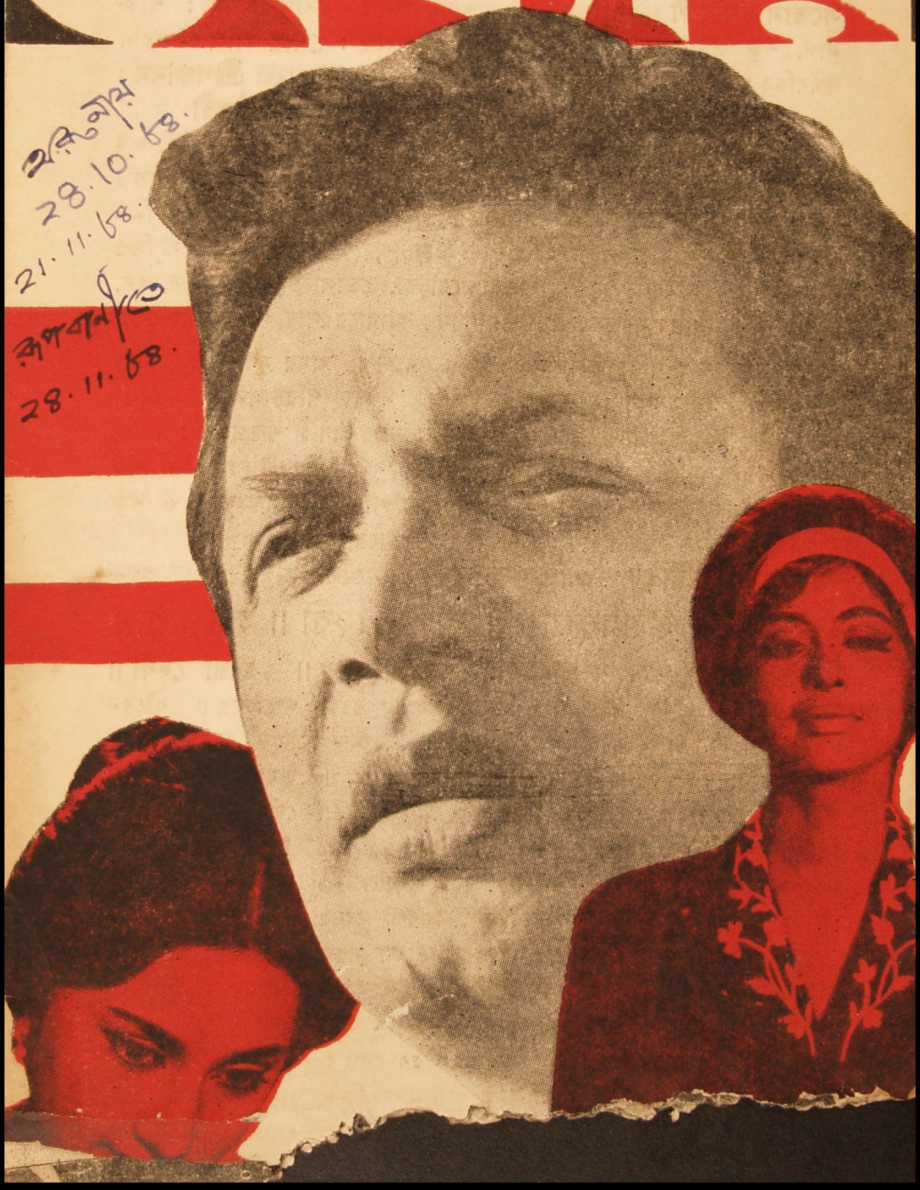

তিন
অধ্যায়
28.10.68.
21.11.68.
28.11.68.

প্রযোজনাঃ

ডি. এম. পাল

তিন অধ্যায়

চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনাঃ

মঙ্গল চক্রবর্তী

অপ্সরা ফিল্মস নিবেদিত

ও পরিবেশিত

সংগীতঃ গোপেন মল্লিক

কাহিনী : **শৈলেশ দে** ॥ প্রধান সম্পাদক : **বিশ্বনাথ নায়ক** ॥ আলোকচিত্রগ্রহণ পরিচালনাঃ **রামানন্দ সেনগুপ্ত** ॥ চিত্রগ্রহণঃ সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিন্টু) ॥ সম্পাদনাঃ দেবীদাস গাঙ্গুলী ॥ শিল্পনির্দেশনাঃ প্রসাদ মিত্র ॥ গীতরচনা : **পুলক ব্যানার্জী** ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জী, জে. ডি. ইরাণী, সোমেন চ্যাটার্জী, অনিল দাশগুপ্ত, ইন্দু অধিকারী ॥ রূপসজ্জাঃ **শৈলেন গাঙ্গুলী** ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনাঃ **সত্যেন চ্যাটার্জী** ॥ সাজসজ্জাঃ দাশরথি দাস ॥ নৃত্যপরিচালনাঃ শক্তি নাগ, শম্ভু ভট্টাচার্য ও অশোক রায় ॥ সর্বাধ্যক্ষ : **গৌর পাল** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **প্রতাপ মজুমদার** ॥ তত্ত্বাবধান ও প্রচার উপদেষ্টা **শ্রীপঞ্চানন** ॥

সংগঠনে : **ধীরেন পাল, গৌর পাল ও চিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরী**

ব্যবস্থাপনাঃ শম্ভু বসু, সোমনাথ দাস ॥ পরিচয় লিখনঃ দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্রঃ তরুণ গুপ্ত (পিকস্ স্টুডিও) ॥ প্রচার সচিবঃ নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কনেঃ এস. স্কোয়ার, রূপায়ণ, বি. টি. এজেন্সী, প্রফুল্ল নাগ, নিউ ডিসপ্লে ॥ আলোক সম্পাতেঃ প্রভাস ভট্টাচার্য, হরেন গাঙ্গুলী ॥ স্টুডিও ব্যবস্থাপনায়ঃ আনন্দ চক্রবর্তী, দাশরথি চৌধুরী, ভোলা ভট্টাচার্য, এস, এস, সুবেদার ॥ পটশিল্পীঃ নবকুমার কয়াল, বলরাম ॥ ক্যাবারে পোষাকঃ আবু হোসেন ॥

সহকারীবৃন্দঃ পরিচালনায়ঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ॥ অমর মুখার্জী ॥ জয়ন্ত ভট্টাচার্য ॥ সুনীল দাস ॥ রতীশ সরকার ॥ সংগীত পরিচালনায়ঃ জানকী দত্ত ॥ সম্পাদনায়ঃ চিত্ত দাস ॥ চিত্রগ্রহণেঃ মৃন্ময় দাস ॥ শব্দগ্রহণেঃ রথীন ঘোষ, সিদ্ধি নাগ, ঋষি ব্যানার্জী, প্রভাত বর্মণ ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায়ঃ বলরাম বারুই ॥ আলোক সম্পাতেঃ হেমন্ত দাস ও শম্ভু ব্যানার্জী ॥ স্থির চিত্র গ্রহণেঃ নন্দ ধর। প্রচারেঃ গোপাল পাল।

কণ্ঠসংগীতেঃ **মান্না দে ও প্রতিমা ব্যানার্জী** (গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন)

রূপায়ণেঃ **উত্তমকুমার ॥ সুপ্রিয়া দেবী ॥ সন্ধ্যা রায়**

বিকাশ রায় ॥ অজয় গাঙ্গুলী ॥ অনুপকুমার ॥ ছায়া দেবী ॥ জহর রায় ॥ বিদ্যা রাও ॥ বঙ্কিম ঘোষ ॥ রবীন মজুমদার ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ সীতা মুখার্জী ॥ জয়শ্রী সেন ॥ সদানন্দ চক্রবর্তী ॥ ইন্দ্রনীল ॥ অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য ॥ অমিয় কুমার দাস ॥ অমর মুখার্জী ॥ উমাশঙ্কর বসু ॥ শম্ভু ভট্টাচার্য ॥ রাখাল দাস ॥ সঞ্জীব দাস ॥ ইন্দিরা দে ॥ জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ॥ বিদিশা চৌধুরী ॥ মিতা দত্ত ॥ মীরা চ্যাটার্জী ॥ বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ॥ শিবশঙ্কর সেন ॥ বিমল মুখার্জী ॥ বিশু চ্যাটার্জী ॥ প্রভাস ব্যানার্জী ॥ ডাঃ এস কে দাস এবং ॥ শিবানী বসু ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ ভারত সরকার ॥ উড়িষ্যা সরকার ॥ ডাঃ প্রমোদ ব্যাস ॥ শ্রীপ্রফুল্ল বাজপেয়ী ॥ শ্রীজগমোহন ডালমিয়া ॥ শ্রীরণেন্দ্র কুমার দত্ত ॥ মেসার্স জেমস্ গ্রাণ্ট ॥ মেসার্স ইউনিয়ন কারবাইড ॥ এবং স্বর্গত বিমল ঘোষের পরিবারবর্গ ॥

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও, রাধাফিল্মস্ স্টুডিও, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও এবং এন্, টি, ডু'নম্বর স্টুডিওতে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীজ-এ ধীরেন দাসের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

তিন অধ্যায়

তিনজন তরুণ-তরুণীর জীবনের তিনটি অধ্যায়। এ-ছাড়া আরো একজন রয়েছেন। এই ত্রি-মুখী জীবন-নাট্যের ভূমিকাও তিনি, উপসংহারও তিনি। তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই সংশয়-সংঘাতের সৃষ্টি, সঞ্চার ও সমাপ্তি।

তিন অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়—জয়ন্ত বোস। আগামী ২৯শে তার বিয়ে। আর মাত্র দু'দিন বাকী। বিয়ে হবে। ঐ দিনই হবে। তবে জয়ন্তীর সঙ্গে নয়। শেলীর সংগে। আশ্চর্য মেয়েদের মন!

সুন্দরী, সুভাষিণী জয়ন্তীর অন্তরটা যে এত কুৎসিত, এত ছল-চাতুরীতে ভরা, জয়ন্ত কি তা জানতো? অবশ্য অফিস 'বস' মিঃ চৌধুরীকে জড়িয়ে জয়ন্তী সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আগেই তার কানে এসেছিল। শুভানুধ্যায়ী কেউ কেউ তাকে সতর্ক ও ক'রেছিল। সেদিন জয়ন্ত কোন কিছুই কানে নেয় নি, গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু নিজের চোখ দু'টোকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না।

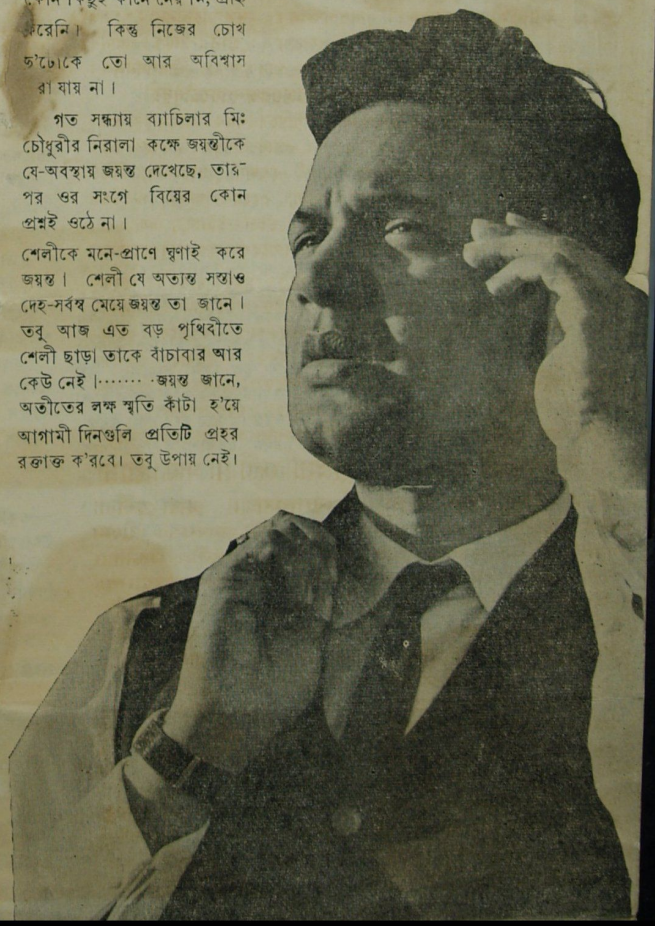

গত সন্ধ্যায় ব্যাচিলার মিঃ চৌধুরীর নিরালা কক্ষে জয়ন্তীকে যে-অবস্থায় জয়ন্ত দেখেছে, তার পর ওর সংগে বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শেলীকে মনে-প্রাণে ঘৃণাই করে জয়ন্ত। শেলী যে অত্যন্ত সস্তাও দেহ-সর্বস্ব মেয়ে জয়ন্ত তা জানে। তবু আজ এত বড় পৃথিবীতে শেলী ছাড়া তাকে বাঁচাবার আর কেউ নেই।..... জয়ন্ত জানে, অতীতের লক্ষ স্মৃতি কাঁটা হ'য়ে আগামী দিনগুলি প্রতিটি প্রহর রক্তাক্ত ক'রবে। তবু উপায় নেই।

তিন অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়—জয়ন্তী রায়।

জয়ন্তী হ'লো জয়ন্তর সহকর্মিনী। টাইপিস্ট। শান্ত-সুন্দরী। বাড়িতে বিধবা মা। জয়ন্তকে ভালোবাসে জয়ন্তী। সেই ভালোবাসা ঘর-বাঁধায় সার্থক হ'তে চ'লেছিল কিন্তু হ'লো না।

মিঃ চৌধুরী তাকে কেন জানি না, একটু বেশী স্নেহ করেন। কিন্তু পাঁচজনে ভাবে এটা স্নেহ না আর কিছু? জয়ন্তীও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে ঐ রাশভারী মানুষটিকে। কারণ, অশ্রদ্ধা করার মতো কোন কিছুই কোনদিন তার চোখে পড়ে নি।

তবু সে ঠিক বুঝতো না মিঃ চৌধুরীকে। ঘন ঘন ডাক আসতো তার চেম্বারে। অফিস্ বস্ হ'য়েও তিনি সময় পেলেই জয়ন্তীদের বাড়ি পর্যন্ত আসতেন। কৌতূহলথাকলেও মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে জয়ন্তীর মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।

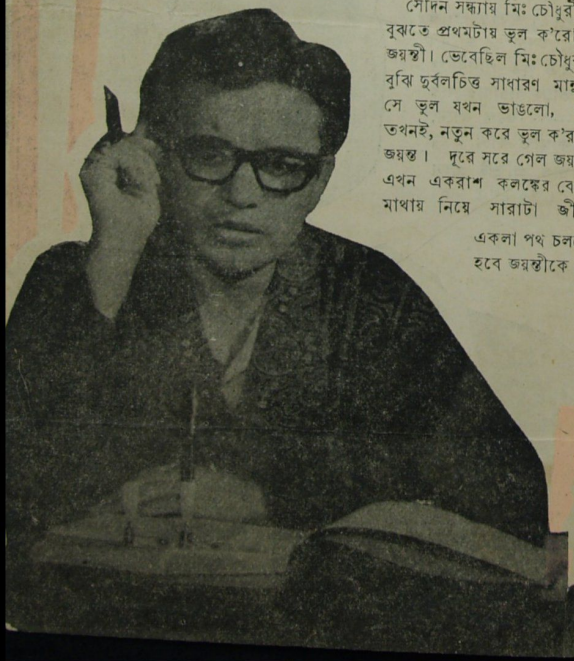

সেদিন সন্ধ্যায় মিঃ চৌধুরীকে বুঝতে প্রথমটায় ভুল ক'রেছিল জয়ন্তী। ভেবেছিল মিঃ চৌধুরীও বুঝি দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ। সে ভুল যখন ভাঙলো, ঠিই তখনই, নতুন করে ভুল ক'রলো জয়ন্ত। দূরে সরে গেল জয়ন্ত। এখন একরাশ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সারাটা জীবন একলা পথ চলতে হবে জয়ন্তীকে।

তিন অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়—শেলী মিত্র।

শেলী সমাজে 'মন্দ' মেয়ে বলে চিহ্নিত। সে নিজে তা জানে এবং মানে। কিন্তু কেন সে এমন হ'লো—এ কথা তো কেউ জানতে চায় না?

আর পাঁচজন মেয়ের মত শেলীও চেয়েছিল—ঘর-বর-সংসার। জীবনে তার একের পর এক পুরুষ এসেছে, স্বপ্ন দেখিয়েছে। যৌবন লুণ্ঠন ক'রে চ'লে গেছে। তার চোখের জলে প্রেমের কাজল ধুয়ে একাকার হ'য়ে গেছে।

পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা ক'রতে গিয়ে টাকার জন্যে 'নাইট ক্লাবে'র নর্তকী হয়েছে শেলী।···একান্ত স্নেহের একমাত্র ছোট বোন মিলি ছিল। সে-ও আত্মহত্যা ক'রলো পুরুষের প্রবঞ্চনার জ্বালা সহ্য ক'রতে না পেরে।

আঘাতের পর আঘাত।

শেলী নীরবে সহ্য ক'রে চ'লেছে। তার অন্তর জুড়ে শূন্যতার হাহাকার।···এরই মাঝে এলো জয়ন্ত।

শেলী জানে, জয়ন্তীর কাছে ধাক্কা খেয়েই জয়ন্ত এসেছে। শেলী জানে, জয়ন্ত তাকে কোনদিনই ভালো-বাসবে না তবু এ-সুযোগ শেলী ছাড়লো না। কেন ছাড়বে? জয়ন্তর ওপর লোভ তার জয়ন্তীর চেয়ে কম নয়।···জয়ন্তকে আজ তার বড় প্রয়োজন।

তিন অধ্যায়ের তিন চরিত্র তিনটি পথ ধ'রে চ'লেছে—একটিমাত্র ভুলকে কেন্দ্র ক'রে। আর সেই ভুলের উৎস হ'লেন বাণীব্রত চৌধুরী,—তিনজনেরই অফিস বস্।

বাণীব্রতর জীবন-ইতিহাস বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক। বিরাট বিষয়-সম্পত্তির মালিক হোয়েও এ-সংসারে নিঃসঙ্গ ও অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে—বাণীব্রত চৌধুরী। কেন এমন হোল, সে-কথা জানতে হ'লে জয়ন্ত বোস, জয়ন্তী রায়, আর শেলী মিত্রের সংগে আপনাকেও প্রেক্ষা-গৃহে ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রতে হবে 'তিন অধ্যায়' ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত!

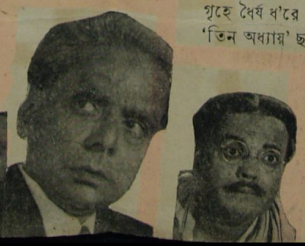

সংগীত

॥ কণ্ঠঃ মান্না দে ॥

(১)

লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও
চোখ কান বুজে ঠিক তাল বুঝে
ঝোপ ঝাড় দেখে দেখে কোপ দাও
লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও।
এই চোখ কান বুজে ঠিক তাল বুঝে
ঝোপ ঝাড় দেখে দেখে কোপ দাও
লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও।
আজকের দুনিয়ায় লড়ে না গেলে
অপরে এগিয়ে যাবে তোমায় ফেলে
আজকের দুনিয়ায় লড়ে না গেলে
অপরে এগিয়ে যাবে তোমায় ফেলে।
তাই লজ্জা ঘেন্না ভয় যদি এসে বাধা দেয়
তাকে বেমালুম দু পকেটে পুরে নাও।
দাদা, তোমারই তো হাতযশ আমারই বরাত
আমি করি খাই খাই
আসতে খাই যেতে খাই
আমি করি খাই খাই আসতে খাই যেতে খাই
উদর করেছি আমি শাঁখের করাত।
জগতে সবাই দাদা দৃষ্টি পাগল
আমিই রয়েছি একা মিষ্টি পাগল
তাই ঠাণ্ডা গরম হোক্ যা হয় বলুক লোক
আগে খাওয়াও না দাদা খেতে যদি চাও
লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও।
চোখ কান বুজে ঠিক তাল বুঝে
ঝোপ ঝাড় দেখে দেখে কোপ দাও
লড়ে যাও দাদা লড়ে যাও।

॥ কণ্ঠঃ মান্না দে ॥

(২)

ছুঁয়ো না— — —
য়ো না ছুঁয়ো না বধূ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ উঁহু
Please don't touch
তাড়াতাড়ি করে বাড়াবাড়ি করে
কাড়াকাড়ি করে ভেঙ্গো না
ভেঙ্গোনা প্রেমের রঙীন কাঁচ
Please, Please don't touch।
রে ধীরে এগোও না রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে
আধো আধো বাধো বাধো মিঠি মিঠি কথা কয়ে
যেন এমনই হয়না শুরু
মনের ময়ূর নাচ
Please তাড়াতাড়ি করে বাড়াবাড়ি করে
কাড়াকাড়ি করে ভেঙ্গো না
ভেঙ্গো না প্রেমের রঙীন কাঁচ
Please, Please don't touch
বিন্দু বিন্দু জলে হয় যে সাগর
তিলে তিলে যে বাড়ায়
মহাজন বলে তাকে রসিক নাগর
ও দাদা রসিক নাগর।
সে হেসে কাছে এসে কিছু বল কানে কানে
ছু বল দূরে থেকে সুরে সুরে গানে গানে
প্রণয় সাগরে হয়ো গভীর জলের মাছ
উঁ ?·····কি বুঝলে ?
ease, তাড়াতাড়ি করে বাড়াবাড়ি করে
কাড়াকাড়ি করে ভেঙ্গো না
ভেঙ্গোনা প্রেমের রঙীন কাঁচ
Please, Please don't touch।

॥ কণ্ঠঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(৩)

আ— — — আ— — —আ
আ— — — আ— — —আ
সুর ঝরা এই নিশি রাত
জোছনার ছায়া ছায়া ঘুম
মনে মনে এঁকে দিয়ে যায়
স্বপ্নের একি মরশুম
সুর ঝরা এই নিশিরাত জ্যোছনার
ছায়া ছায়া ঘুম
স্মরণের ধূপ শুধু নীরবে জ্বলে
অতীতের কোন্ কথা চলেছে বলে
কার তৃষিত প্রাণের শেষ গানে
বাতাস হয়েছে নিঝুম
মনে মনে এঁকে দিয়ে যায় স্বপ্নের একি মরশুম
সুর ঝরা এই নিশিরাত জ্যোছনার
ছায়া ছায়া ঘুম—
জীবনের ছবি কোন দিন ধুলায় ধুসর যদি হয়
মুছে নিলে সে আনে আবার
হারানো দিনের পরিচয়
সময়ের নদী যায় যাক্‌না বয়ে
মিলন লগ্ন তবু যায় যে রয়ে—
সেই পিয়াসী পথের বুকে কেন
কামনার রাঙা কুমকুম
মনে মনে এঁকে দিয়ে যায় স্বপ্নের একি মরশুম
সুর ঝরা এই নিশিরাত জ্যোছনার
ছায়া ছায়া ঘুম।

উত্তম নাটক • উত্তম অভিনয় • উত্তম গান !